জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যা[illegible]গ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতল

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 15th June. 1955 { ৫ম সংখ্যা।

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

G. P. SERVICE

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

ঘর মজানো—পর ভোলানো

—০—

ভারতের দেবদেবী, অবতার, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, এমন কি রাজনীতিক নেতাগণও ঘরের পানে বড় একটা চান না, পরের কাছে তাঁহাদের মহিমা ও সুনামের অন্ত নাই।

দেবতাদের কথাই আগে আরম্ভ করি। মহাদেবী, মহামায়া, মহেশ্বরী মা দুর্গার পূজার নামই মহাপূজা। মা দশপ্রহরণধারিণী, সিংহবাহিনীরূপে মহিষাসুরকে বধ করিয়া দেবগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ আজও এই সর্ব্বশক্তিময়ীর নিকটে "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, ভাগ্যং দেহি, রূপং দেহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁর নিজের ঘরের দিকে একবার মনোযোগ দিয়া নিরীক্ষণ করুন। তাঁহার স্বামী শিব ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পুত্র গণেশ করি-মুণ্ডধারী জগতের কাছে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন—

মাতা সুরেশী জনকো মহেশঃ
স্বয়ং গণেশঃ খলুবিঘ্নহর্ত্তা।
স্বমুণ্ডহীনঃ করি-মুণ্ডধারী
নিবার্য্যতে কেন ললাট লেখা॥

রামরাজ্য আদর্শ রাজ্য বলিয়া সকলে বর্ণনা করেন, রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীর উপর যে সুবিচার দেখানো হইয়াছিল তাহা বলিতেও চক্ষে জল আসে।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও তাঁর গর্ভধারিণী দেবকী, পিতা বসুদেবের কারাক্লেশ নিবারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরিনামামৃত ঘরে ঘরে বিলাইয়া জীবের মুক্তির উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গর্ভধারিণী শচীমাতা ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার রোদনগীতি আজও কোন কোন বাউল ও বৈরাগী গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের অশ্রুপাতের কারণ হইয়া থাকে। তাহারা গান গায়—

ফিরে যারে নদ্যাপুরে নদ্যার চাঁদ
এ বয়সে সাজবে না কৌপীন।
ফিরে যা—
এ বয়সে সাজবে না কৌপীন।
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
কেমনে বাঁধিবে হিয়া
তুইরে কঠিন।
এ বয়সে সাজবে না কৌপীন
ফিরে যা।
একি লীলা তব হে ঠাকুর—
দিলে শচীমায়ের গলে ক্ষুর,
এ বয়সে সাজবে না কৌপীন।

দুই শত বৎসর ভারত ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভারত ও পাকিস্থান নাম লইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। ভাগ হইবার সময় ঠিক হইল ভারত পাকিস্থানের নিকট ৩০০ কোটি টাকা পাইবে আর পাকিস্থান ভারতের কাছে ৫৫ কোটি টাকা পাইবে। ভারতের ভাগ্যবিধাতারা পাকিস্থানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা তাহাকে মিটাইয়া দিল। আর কোন কোন নেতারই পৈতৃক টাকা নয় জনসাধারণের ৩০০ কোটি টাকার কোন আধার আজ অবধি হইল না। পাকিস্থানকে তার প্রাপ্য দিয়া মোস্লেম নেতাদের মন ভোলানো হইল আর ভারতের ৩০০ কোটি টাকা এখন দহে মজিল।

যুদ্ধবাজ মার্কিন ও যুদ্ধবাজ রুশিয়া দেশে যুদ্ধের অশান্তি উৎপাদনের ফন্দী ফিকির লাগিয়াই আছে। আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু পৃথিবীর মধ্যে শান্তিপ্রিয় এবং মানব জাতির মঙ্গল-কামী বলিয়া সুবিখ্যাত। তিনি এখন সোবিয়েৎ রাশিয়ায় সফরে তথাকার নেতৃবৃন্দের সহিত বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত। নেহেরুজী সমস্ত বিশ্বে শান্তি স্থাপনের উদ্যোক্তা বলিয়া সকলেই জানে। তিনি যাহাতে পৃথিবী শান্তিপূর্ণা হয় তাহার জন্য আগ্রহশীল। আমরা তাঁহার শাসনাধীন ভারতের হতভাগ্য অধিবাসীবর্গ এটম বোমা কিংবা হাইড্রোজেন বোমার ধার ধারি না। ইংরাজ শাসনাধীনে যে উৎপাত হিন্দুরা ভোগ করেন নাই, নেহেরু সরকারের আমলে হিন্দু কোড বিল ও বিবাহ বিল দেশে যে মামলা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে; এই মামলা যুদ্ধে ভারতীয় হিন্দুরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিবে। দেবদেবী হইতে রাজনীতিক নেতা পর্য্যন্ত ঘর মজানো ও পর ভোলানো। ইহা হিন্দুর দুর্ভাগ্য।

পূর্ব্ব পাক-মন্ত্রী সভা

—০—

বহুদিন পরে বহু জল ঘোলা করিয়া বহুবাঞ্ছিত যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা পুনরায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানে কায়েম হইল।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার ধারাবাহিক ও দফাওয়ারী বর্ণনা করিয়া কোনই লাভ নাই।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নেতৃত্বের আসন হইতে জনাব ফজলুল হকের অপসারণের বেদনাদায়ক স্মৃতি আজও আমাদের মনের কোণে জাগরুক রহিয়াছে। শ্রদ্ধেয় হক সাহেবকে বাহুবলে প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারণ, তাঁহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া স্বগৃহে অন্তরীণ করা এবং সারা পূর্ব্ব বঙ্গে মিলিটারী শাসন কায়েম করা প্রভৃতি বিষয় একদা সারা বিশ্বের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পর পাকিস্থানে আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া, মৌঃ তমিজুদ্দিন খাঁন কর্ত্তৃক মামলা দায়ের, হাইকোর্টে তাঁহার জয়লাভ এবং ফেডারেশন কোর্টে পুনঃ পরাভব প্রভৃতি ঘটনাবলী দেশে বিদেশে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল উহার অবসান ঘটাইয়া আবার যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হইয়াছে ইহাতে

শক্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের এই মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় দফায় কায়েম হওয়া এবং সর্ব্বসম্মত নেতা হক সাহেবের উপরেই কার্য্যতঃ মন্ত্রীসভা গঠনের ভার প্রদান চলমান রাজনীতির এক বিস্ময়কর সংস্করণ।

বিগত নির্ব্বাচনে মুসলীম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর হক সাহেব কর্ত্তৃক মন্ত্রীসভা গঠন এবং গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতাবলে উহাকে নস্যাৎ করিবার পর আবার তাঁহারই উপর মন্ত্রীসভা গঠনের ভার প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দেখিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে পাকিস্থান-উর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষ এতদিনে সত্যিকারের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত নেতাকে বাহুবলে মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণর শাসনের অবসান ঘটিল।

যে মিঃ মহম্মদ আলী হক সাহেবকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়া তাঁহার অপসারণের ব্যাপারে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিই এখন হক সাহেবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

ইস্কান্দার মীর্জ্জা সাহেব একদিন হক সাহেবের প্রতি প্রকাশ্য বক্তৃতা বিবৃতিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিই দেখিতেছি হক সাহেবকে অভিনন্দন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনে অনেক উত্থান পতনই আমরা দেখিয়াছি কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার এই উত্থান, পতন ও পুনরুত্থান পূর্ব্বের সমস্ত রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনীতিতে এই নাটকীয় পরিবর্ত্তনে আমরা কিন্তু মোটেই বিস্মিত হই নাই। আমরা ভাল করিয়াই জানিতাম যে জনমতকে পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিবার দিন এখন আর নাই। তাছাড়া গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনই যেখানে গভর্ণমেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের ধারক ও বাহক, সেখানে গণমতকে মিলিটারী শক্তি দ্বারা চাপিয়া রাখিলে জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে, তাহা দাবানলের আকারে দেখা দেয় পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময়ে। নির্ব্বাচনকে অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্ধ রাখিয়া গণতান্ত্রিক শাসন চালু থাকিতে পারে না। আরও একটা বিশেষ কারণ হইতেছে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লোকসংখ্যা। সংখ্যাই যেখানে গণতন্ত্রের মূলকথা, সেখানে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দকে নস্যাৎ করিয়া সেখানকার জনমতকে সন্তুষ্ট রাখা একেবারেই সম্ভব নয়।

পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী তাঁহার ছ্যা-ছ্যার পাত্র ফজলুল হককে হঠাৎ এত মিষ্টি লাগিল কেন? ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয় তাঁহার নবপরিণীতা বেগম সাহেবার পুণ্যে ইহা সংঘটিত হইল। পূর্ব্ব-পাকিস্থান মিঃ মহম্মদ আলীর নির্ব্বাচনের স্থল। তাঁর এই পত্নী গ্রহণের পর পাকিস্থানের মোশ্লেম মহিলারা তাঁহাকে নূতন নির্ব্বাচনে কেহ (কোন মহিলা) যাহাতে ভোট না দেয় তার গাওনা গেয়ে রেখেছেন। কাজেই এই ব্যাপারটা পাক প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচনের দাওয়াই বলিয়া মনে হয়।

অনুষ্ঠান স্থগিত

জঙ্গিপুরের রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতি জানাইতেছেন—আগামী ৩রা ও ৪ঠা আষাঢ় তারিখে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাহা স্থগিত রহিল।

শুভ বিবাহ

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জের স্বর্গীয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বীরভূম জেলার মহুরাপুর নিবাসী শ্রীমোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীমুরারিমোহন সরকার এম-বি মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুরেখার সহিত জোতকমল নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীপতি রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার রায়ের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রঘুনাথগঞ্জের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী শ্রীরজনীকান্ত সাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহার শুভ বিবাহ কাঁকিনাড়া নিবাসী শ্রীরাধেশ্যাম প্রসাদ সাহার কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা নব দম্পতিদের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের মাল গুদাম

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের মাল গুদামটী বহুদিন হইতে সংস্কার হয় নাই। সংস্কার অভাবে ঘরের মেঝেটী এত খারাপ হইয়াছে যে অল্পদিন মাল থাকিলেই তাহা নষ্ট হইতেছে। টিনের চাল দিয়ে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িয়াও মালের ক্ষতি হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার

১৯৫৫ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত নাকতলা হাই স্কুলের উদ্বাস্তু ছাত্র শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোট ৬৬৫নং পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান্ স্বীয় প্রতিভাবলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক ইহাই আমরা আশা করি।

---

১০৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ সহর সংলগ্ন আইলের উপর পল্লীর লোহারী সেখ এতদঞ্চলের একজন নামকরা ঘরামী ছিল। প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও সে কর্ম্মঠ ছিল। তাহার বয়স ১০৮ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত